أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"Surely, it is in the remembrance of Allah that hearts (of the believers) find comfort."; (13:28)

জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ (যিকির) দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।

وظائف لطيفيه

ওযায়েফে লতিফীয়া- ১ম খন্ড: ফায়দা ও ব্যাখ্যা সহ

মূল বই: "ওযায়েফে লতিফীয়া"

মূল লেখক: হযরত মাওলানা হাজী শাহ আব্দুল লতিফ মিরসরাই (রহঃ) (১৮৬১ - ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ),

মূল পঞ্চম সংস্করণ- ওযায়েফে লতিফীয়া -প্রকাশনা ও সম্পাদনা- **হযরত মাওলানা হাজী শাহ আবুল ফরাহ মোঃ নুরুল হক লতিফী(রহঃ)**, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ , ১৩৭৮ হিজরী

সম্পাদনা- শাহ মুহাম্মদ এনামুর রহিম লতিফী,
পি. এইচ. ডি., (ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা)
সোমবার, ০১ মুহাররম ১৪৪৩ হিজরী, ০৯ আগস্ট ২০২১, ২৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বাংলা,
হাইল শহর, হাইল প্রদেশ, সৌদি আরব

পরিচিতি: জনাব হযরত মাওলানা হাজী শাহ আব্দুল লতিফ মিরসরাই (রহঃ), (১৮৬১ - ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)

তিনি "সিলিসিলায়ে লতিফীয়া" অর্থাৎ "লতিফীয়া আধ্যাত্মিক ধারার" প্রতিষ্ঠাতা (সিলসিলা- অর্থ : Chain- ধারা) । এই সিলিসিলায়ে লতিফীয়ার মুরিদ, অনুসারী ও ভক্তদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য তিনি "ওযায়েফে লতিফীয়া" রচনা করেছেন। তিনি এই ওযিফা ভক্ত মুরীদদেরকে প্রত্যহ একবার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। "

"ওযায়েফে লতিফীয়া" কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, নকশেবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া, মোহাম্মদীয়া- এই পাঁচ তরিকার উপর ভিত্তি করে প্রণীত।

তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ছয় বৎসর বৃত্তি বা মোসাহেরা প্রাপ্ত এবং জমাতে উলার পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেজন্য একটি স্বর্ণের মেডেল ও ফিকাহ -তে আরেকটি স্বর্ণের মেডেল লাভ করেন। এরপর হিন্দুস্থানের গঙ্গুহে হযরত মাওলানা রশিদ আহমেদ গঙ্গুহী সাহেবের (রহঃ) নিকট হাদীস শরীফের সনদ হাসিল করেন। এরপর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মাওলানা উপাধিতে বিভূষিত হন।

তারপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ও চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট মোহসানিয়া মাদরাসার সিনিয়র শ্রেণীতে অতি সুনামের সাথে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সুবিজ্ঞ, মোহাক্কেক আলেম, পীরে কামেল। তিনি মিরসরাই লতিফীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতবর্ষের আসাম, ত্রিপুরা এলাকায় এবং বাংলাদেশের নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় অতি প্রভাবের সাথে শরীয়ত ও মারেফত জারি করেছেন। তর্ক, বহছ, মোনাজারা ও লেখালেখির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভুল আকিদা ও বেদাতিগনকে দমন করেছেন। তিনি বহু কেতাব ও সিনিয়র শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখে ছাত্র-শিক্ষকগণের যথেষ্ট উপকার করেছেন। জনাব মাওলানা সাহেব ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জুমা'র আরবী খোৎবার মূল আরবী বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত সারমর্ম দেশীয় বা মাতৃভাষায় উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে বুঝিয়ে দেয়া সম্বন্ধে আরবি ভাষায় এক ফতোয়া লিখেন। তিনি এটাই দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ, তারা জুমার আরবী খোৎবা কিছুই বুঝতে পারে না। এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে এই ফতোয়া সম্বলিত "এশায়াতে তালিম" নামে এক একটি বই বের করেন। জনাব মাওলানা সাহেবের লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ:

১. অযিফা: ওযিফায়ে লতিফীয়া (বরকতময় তরিকার মুরিদ, অনুসারী ও ভক্তদের প্রাত্যহিক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য)
২. জুমু'আর আরবি খোৎবা এবং বাংলা সারমর্ম: খোৎবাতে লতিফীয়া
৩. তাবীজ এবং কোরআনী আমল-এর কিতাব: মোজাররেবাতে লতিফীয়া-
এটি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রণীত।
এই বইয়ের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন:
"এই ফকীর আব্দুল লতিফ মিরসরাই ইসলামাবাদী আল্লাহর সৃষ্ট সকল জীবের কল্যাণের জন্য কিছু পরীক্ষিত তাবীজ এবং নিরীক্ষিত ব্যাবস্থাপনা (নুসখা) এই সংক্তিপ্ত সহিফায়ে (পুস্তকে) লিখে অনুমতি সহকারে প্রচার করা হলো যাতে, দ্বীন ও দুনিয়ার ভ্রাতৃবৃন্দ এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা আমল করে অসীম কল্যাণ অর্জন করে নিজের এবং অন্যের অবস্থার উন্নতি করতে পারেন"

৪. বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাব:
i. ফতোওয়ায়ে লতিফীয়া
ii. ছফিনাতুল মোয়াদান
iii. এশায়াতুত তালিম (এখানে জুমু'আর খোৎবা মূল আরবী বজায় রেখে উহার সারমর্ম দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে)
৫. ফার্সি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ "উরফী" কিতাবের শরাহ/ব্যাখ্যা: মোয়ায়েদে লতিফীয়া
৬. পত্র বিনিময় এবং ফতোয়া লিখার আদর্শ প্রণালী: এফাদাতুল তুললাব

কথিত আছে উনি আরো মূল্যবান পাঠ্য পুস্তকের শরাহ/ব্যাখ্যা লিখেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিসমিল্লাহ শরীফ এর উপকারিতা:

- [সৌজন্যে: হজরত মাওলানা হাজী শাহ আবুল ফরাহ মোঃ নুরুল হক লতিফী (রহঃ)]

দুনিয়াতে যখন প্রথম বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ শরীফ নাযিল হয় তখন পাহাড় পর্বত থর থর করে কেঁপে উঠে। সে সময় আল্লাহর বান্দাগণ বলেছেন যারা এই নাম পড়বে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পড়বে তারা দোযখে যাবে না।

বিসমিল্লাহ শরীফ সর্বাগ্রে আদম আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়। এর বরকত এবং রহমতে আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দেন।

দ্বিতীয়বার হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়।তিনি নৌকায় বসে এটি পড়তে থাকেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি পান।

তৃতীয়বার ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়।তিনি নমরুদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় এটি পড়তে থাকেন, ফলে সে ভীষণ তেজদীপ্ত অগ্নিশিখা ফুল বাগিচায় পরিণত হয়।

চতুর্থবার হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়। তিনি এর বরকত এবং রহমতে সকল সঙ্গীসহ সাগর পার হয়ে যান এবং ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত সহ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়।

পঞ্চম বার হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়। এর বরকতে তিনি মানুষ জিন বাতাস পশুপাখির উপর কর্তৃত্ব হুকুমত চালিয়েছেন।

ষষ্ঠ বার হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়। তিনি এর অসীম বরকতে জন্মান্ধকে চক্ষুদান, শ্বেত রোগীকে সুস্থ এবং মৃতকে জীবিত করেন।

পরিশেষে সপ্তমবার আমাদের শফিউল মুজনেবীন, রাহমাতাল্লিল 'আলামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ﷺ)এর উপর নাযিল হয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা দুনিয়াতে থাকবে। এর অফুরন্ত রহমত ও বরকতে তার উম্মতগণ বিশ্বজগতে জয়যুক্ত ও সাফল্যমন্ডিত হবেন। আলহামদুলিল্লাহ!

(মোজাররেবা ও দায়রবী)

অতএব মুমিন মুসলমান পুরুষ ও মহিলাগণ সব সময় বিসমিল্লাহ শরীফ এর আমল রাখবেন।

(১)

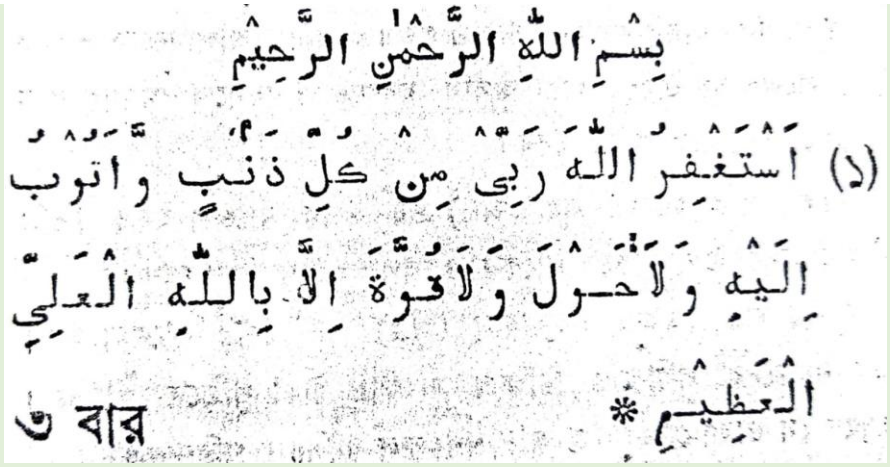

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

(১) আস্তাগফেরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লে যাম্বেঁও ওয়াতুবু ইলাইহে, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা ক্বু'ওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়ীল আযীম। (৩ বার)

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট আমার সকল পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি আমার রব এবং আমি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

(২)

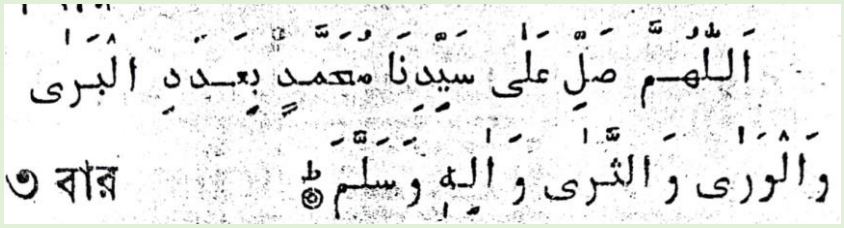

(২) আল্লাহুম্মা সা-ল্লে আ'লা সাইয়েদেনা মুহাম্মাদিন বি আ'দাদিল বারা, ওয়াল ওয়ারা, ওয়াছ ছারা, ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম। (৩ বার)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তার পরিবারের উপর (আপনার) সৃজন, নির্মাণ ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যা অনুপাতে (আপনার) আশীর্বাদ নাজিল করুন (সালাত ও সালাম নাজিল করুন -'O Allah bless our Leader Muhammad and grant him peace' Allāhumma sallī 'alā sayyidinā Muhammad wa-sallim.) ।

(৩)

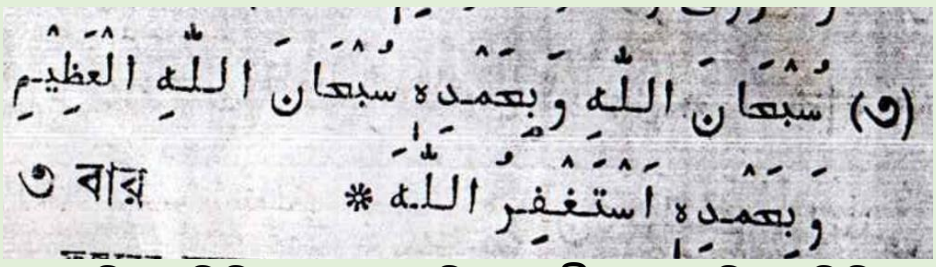

(৩) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আ'যীম, ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফেরুল্লাহ। (৩ বার)

অর্থ: সমস্ত মহিমা আল্লাহর এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনিই মহা পবিত্র আল্লাহ যিনি সবচেয়ে মহান এবং প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। **(৩ বার)**

[**মন্তব্য (১):** আস্তাগফেরুল্লাহ পড়লে গুনাহ মাফ হয়। আগুন যেমন গাছের বাকলকে পুড়িয়ে ফেলে, আস্তাগফেরুল্লাহ তেমন গুনাহকে ভস্মীভূত-নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মানসিক অশান্তি দূর হয়ে শান্তি স্থাপিত হয়।

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত"। [সূরাহ মুহাম্মদ (৪৭:১৯)]

১৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা গুনাহ মাফ চাইতে থাকে, মহান আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন; প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না"। (আবূ দাউদ)

তিরমিযীতে ৩২৫৯ নম্বর হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ﷺ) বলেছেন: "আমি আল্লাহর কাছে দিনে জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করি। "

রিয়াদ-আস সালিহীন- ১৪৪৩ নম্বর হাদীসে আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ﷺ) আমাকে বললেন, "আমি কি আপনাকে জান্নাতের ধনভান্ডার থেকে কোন একটি ধন-এর পথে পরিচালিত করব না? আমি বললাম: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!" অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, "(আবৃত্তি কর) 'লা হাওলা ওয়া লা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'(সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই)। (আল-বুখারী এবং মুসলিম)]

[**মন্তব্য (২):** এই দরূদ শরিফটি হাজি গাজী, শহীদ, আমিরুল মুমিনীন ও মোহাম্মদীয়া তরিকার ইমাম হজরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ:) নিকট হতে পাওয়া গেছে। এর বহু ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। যারা হজরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখতে চান, তাঁরা পরিস্কার কাপড় পরিধান করে, আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করে,

পবিত্র স্থানে মঙ্গল, বুধ, ও বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এক হাজার বার পড়লে আল্লাহর রহমতে মকসুদ হাছেল হবে। এই আমলে হজরতের (ﷺ) সাথে স্বপ্নে মোলাকাত হবে। তিন সপ্তাহের বেশি প্রয়োজন হবে না।

আনাস (রা:) বর্ণনা করেছেন: নবী (ﷺ) বলেছেন "তোমাদের কেউ ঈমান আনবে না যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত মানবজাতির চেয়ে বেশি ভালবাসে।" (সহিহ বুখারী)

সুরাহ আল –আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী)- এ আছে (৩৩ :৫৬)

৫৬। আল্লাহ নবী (সঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবী (সঃ)-এর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনরা! তোমরাও নবী (সঃ)-এর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

٥٦- إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

Allāhumma sallī ʿalā sayyidinā Muhammad wa-sallim. (ﷺ)

হাদীস: 'যে ব্যাক্তি আমার [মুহাম্মাদ (ﷺ)] উপর একবার আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে (সালাত ও সালাম পাঠায়), আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর দশবার (দশগুণ) প্রেরণ করেন।' (সহিহ মুসলিম এবং অন্যান্য)]

[**মন্তব্য (৩):** এই দোয়াটি প্রত্যহ ফজরের সুন্নত ও ফরজের মাঝখানে ১০০ বার পড়লে রিজিক বৃদ্ধি পাবে, কখনো অভাব থাকবে না।
আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুটি বক্তব্য রয়েছে যা জিহ্বার স্মরণে রাখার জন্য হালকা, দাঁড়িপাল্লাগুলিতে ভারী এবং করুণাময়ের কাছে প্রিয় [তা হলো]:
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আ'যীম" (বুখারী ও মুসলিম)

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ দিনে একশ বার 'সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি' বলে, তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতোই ছিল"। (বুখারী)]

সুরাহ আলে ইমরানে আছে

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

এবং তাঁরা শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।
(সুরাহ আলে ইমরান, আয়াত ৩:১৭)

পুরো দিনের পুরষ্কার বহনকারী চারটি শব্দ:

মুমিনদের মাতা জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিছ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন:

নবী (স। ﷺ) সকালে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যখন আমি ভোরের নামাজ আদায় করতে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে আমাকে সেখানে বসে থাকতে দেখলেন। নবী (ﷺ) বললেন, "তুমি কি এখনো সেই অবস্থাতেই আছো যেভাবে আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছি।" আমি ইতিবাচক উত্তর দিলাম। তখন নবী বললেন, "আমি তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আমি তিনবার চারটি শব্দ পাঠ করেছিলাম। যদি সকাল থেকে তুমি যা পাঠ করেছ তার বিপরীতে এইগুলো ওজন করা হয়, তাহলে সেগুলো ভারী হবে। এগুলো হল: সুবহান-আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, 'আদাদা খালকিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া জিনাতাহ `আরশিহি, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته" ((رواه مسلم))

[আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি -আল্লাহ অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা অনুযায়ী, এবং তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে, তাঁর সিংহাসনের ওজনের সমান এবং সে পরিমাণ কালির সমান যা শব্দগুলি লিপিবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হতে পারে (তাঁর প্রশংসা করার জন্য)] "

[মুসলিম]। রিয়াদ আস-সালিহিন ১৪৩৩

(৪)	سبحان القديم الذى لم يزل سبحان العليم الذى لا يجهل سبحان الجواد الذى لا يبخل سبحان العليم الذى لا يعجل * ৩ বার

(৪) সুবহানাল কাদিমিল্লাযী লাম ইয়া-ঝাল, সুবহানাল আ'লিম-ইল্লাযী লা ইয়া ইয়াজ-হাল, সুবহানাল জাওয়াদিল্লাযী লা ইয়াব-খাল, সুবহানাল হা'লিমিল্লাযী লা ইয়া'-জাল। (৩ বার)

অর্থ: আমি সেই সত্বার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি আদি-অনন্ত, সবসময় বর্তমান, যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, জ্ঞানহীন নন; অসীমদাতা, কৃপণ (বখিল) নন; সহনশীল, অস্থির (তাড়াহুড়াকারি) নন।

[**মন্তব্য (৪)**: এই দোয়াটি যে ব্যক্তি প্রত্যহ আমল করবে তার নাম আল্লাহর দরবারে ওলীউল্লাহের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে]

(৫)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ وَعَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۝

৩ বার

(৫) আল্লাহুমাক ফেনি বে হালালেকা আ'ন হারামেকা ওয়াগনেনি বেফাদলেকা আম্মান সেওয়াকা। (৩ বার)

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি হালালের মাধ্যমে হারামের (নিষিদ্ধের) বিপরীতে(বিরুদ্ধে) আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাকে স্বাধীন (স্বনির্ভর) করে দিন।

[**মন্তব্য (৫)**: এই দোয়াটি প্রত্যহ আমল করলে ঋণের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।
হাদীস: তিরমিযী (৩৫৬৩) আলী [রাঃ] থেকে বর্ণিত: তিনি জনৈক ঋণগ্রস্থ লোককে বললেন : "আমি কি আপনাকে এমন কথা শিখিয়ে দেব না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন? সীর নামক পর্বতের (جَبَلِ صِيرٍ) সমতুল্য যদি আপনার উপর ঋণ থাকে, তবে সেটাও আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য পূরণ করবেন। তিনি বলেছিলেন:
" قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
'বলুনঃ হে আল্লাহ, আপনি হালালের মাধ্যমে হারামের (নিষিদ্ধের) বিপরীতে(বিরুদ্ধে) আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাকে স্বাধীন (স্বনির্ভর) করে দিন।

(৬)

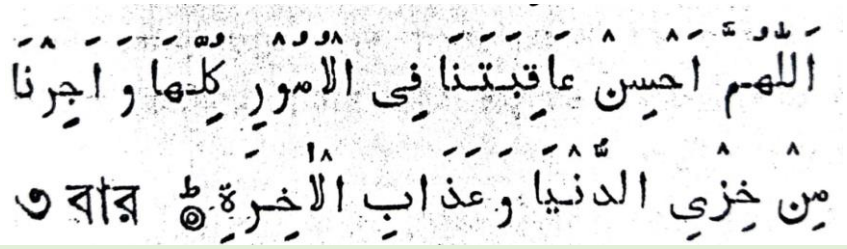

(৬) আল্লাহুম্মা আহছিন ‘আকেবাতেনা ফিল উমুরে কুল্লেহা ওয়া আজেরনা মিন খেঝয়েদ-দুনিয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ। (৩ বার)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের সকল কাজের পরিণাম কল্যাণময় করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়ায় অপদস্থতা (অপমান) এবং আখিরাতের আযাব (শাস্তি) থেকে মুক্তি দিন। **(৩ বার)**

[মন্তব্য **(৬)**: যে ব্যক্তি প্রত্যহ এর আমল রাখবেন, আল্লাহর রহমতে তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের অপমান এবং অশান্তি (শাস্তি) থেকে রক্ষা পাবেন।]

(৭)

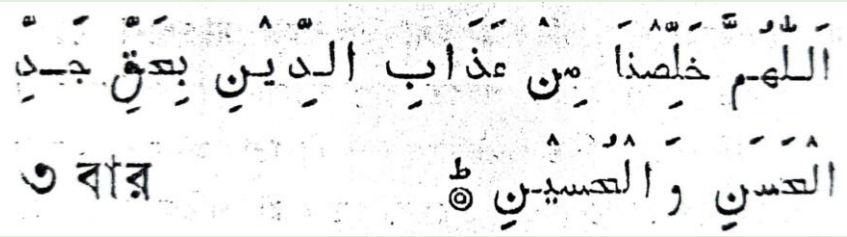

(৭) আল্লাহুম্মা খাল্লেছনা মিন আযাবিদ্দাইন বেহাক্কে জাদ্দিল হাছানে ওয়াল হোছাইন (৩ বার)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে হজরত হাছান (রাঃ) ও হোছাইন (রাঃ) এর নানা হজরত মুহাম্মদ (সা:) (ﷺ) এর উসিলায় ঋণের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন।

[মন্তব্য (৭): যে ব্যক্তি প্রত্যহ এর আমল রাখবেন, আল্লাহর রহমতে তিনি ঋণের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন।]

(৮)

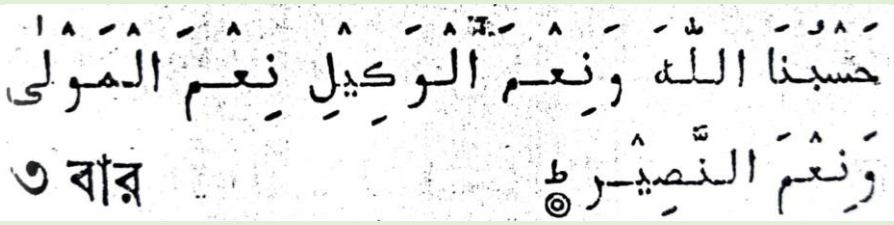

(৮) হাছবুনাল্লাহ ওয়া নেয়’মাল ওয়াকিল নেয়’মাল মাওলা ওয়া নেয়’মান-নাসির (৩ বার)

অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি উত্তম অভিভাবক, উত্তম বন্ধু এবং উত্তম সাহায্যকারী।

[মন্তব্য (৮): যে ব্যক্তি প্রত্যহ এর আমল রাখবেন, তার সব কাজ আল্লাহ তায়ালার খাস রহমতে সমাধা হবে। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন

যে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নের কালেমা সাতবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজ সমাধা করে দেন এবং তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কালিমাটি হচ্ছে:

"হাছবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম"

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ "আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।"

(সূরা আত তাওবাহ সূরা- ৯, আয়াত ১২৯)]

(৯)

حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ ◎

৩ বার

হাছবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা-ফি ক্বা'লবি গাইরুল্লাহ নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (৩ বার)

অর্থ: আমার রবই (আল্লাহই) আমার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহই সবচেয়ে বড়, আমার হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, মুহাম্মদের (সা:) (ﷺ) নূর (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ) আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই।

[**মন্তব্য (৯):** এই দোয়াটি নফি এছবাত যিকিরসহ দলবদ্ধ হয়ে রাতের বেলায় ২১ বার পড়লে যে কোন আসমানী ও জমিনী বালা মুসিবত হতে আল্লাহপাক নিঃসন্দেহে উদ্ধার করবেন]

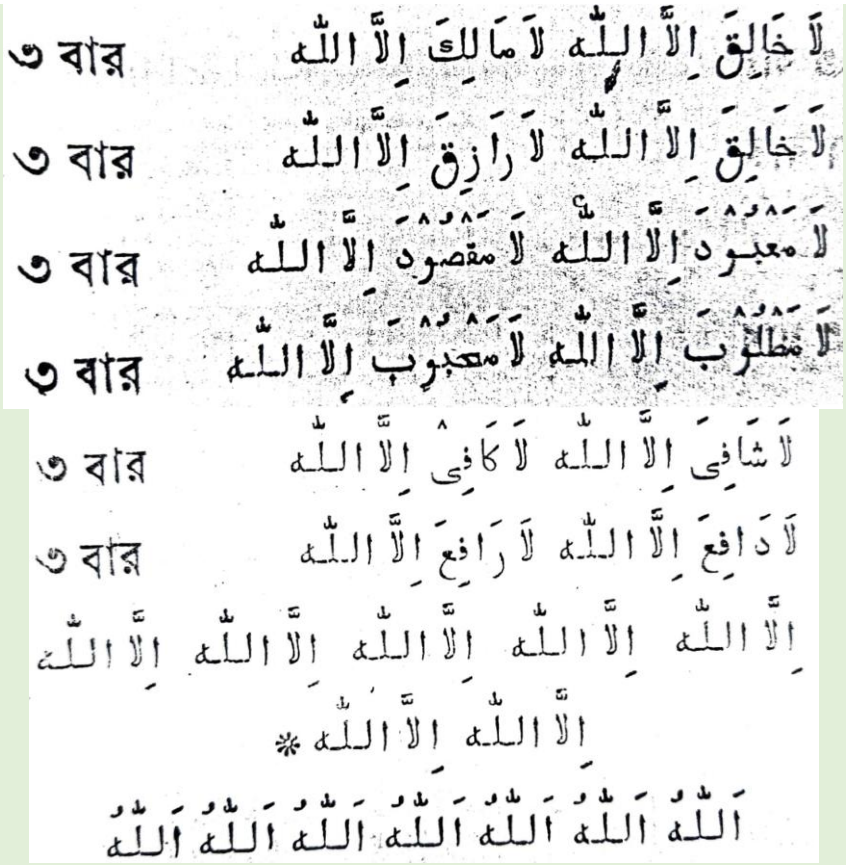

লা খালেকা ইল্লাল্লাহ লা মালেকা ইল্লাল্লাহ (৩ বার)
লা খালেকা ইল্লাল্লাহ লা রা-ঝেকা ইল্লাল্লাহ (৩ বার)
লা মা'-বুদা ইল্লাল্লাহ লা মাক-ছুদা ইল্লাল্লাহ (৩ বার)
লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ (৩ বার)
লা শাফিয়া ইল্লাল্লাহ লা কাফিয়া ইল্লাল্লাহ (৩ বার)
লা দা'-ফেআ ইল্লাল্লাহ লা রা'-ফেয়া ইল্লাল্লাহ (৩ বার)
ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ই-ল্লাল্লাহ
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহ

অর্থ: আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনিই অধিপতি **(৩ বার)**
আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা **(৩ বার)**
আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, তিনিই উদ্দেশ্য **(৩ বার)**
আল্লাহই একমাত্র লক্ষ্য, তিনিই প্রিয়তম **(৩ বার)**
আল্লাহই একমাত্র আরোগ্যকারী, তিনিই যথেষ্ট **(৩ বার)**
আল্লাহই একমাত্র প্রতিরোধকারী, তিনিই সমুন্নতকারী **(৩ বার)**
ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ই-ল্লাল্লাহ
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহ

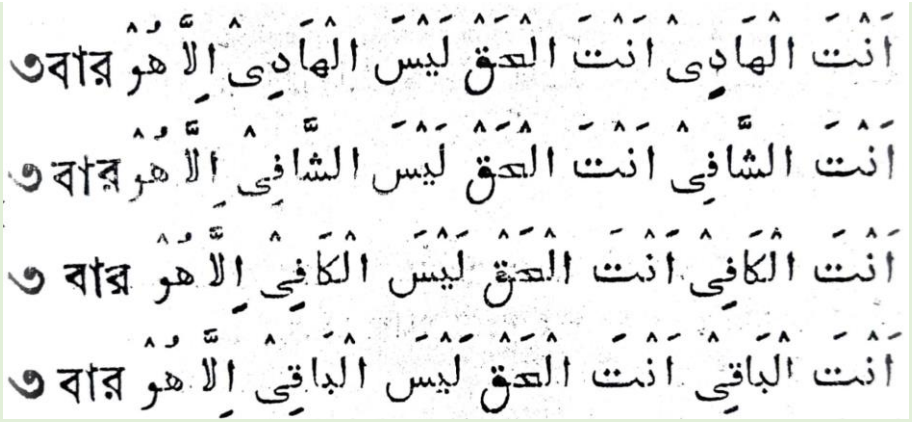

আন্তাল হাদি আন্তাল হাক্ক, লাইছাল হাদী ইল্লাহু (৩ বার)
আন্তাশ শাফী আন্তাল হাক্ক, লাইছাশ শাফী ইল্লাহু (৩ বার)
আন্তাল কাফী আন্তাল হাক্ক, লাইছাল কাফী ইল্লাহু (৩ বার)
আন্তাল বাকী’ আন্তাল হাক্ক, লাইছাল বাকী’ ইল্লাহু (৩ বার)

অর্থ:

আপনিই পথ প্রদর্শক, আপনিই সত্য; আপনি ছাড়া কেহই পথ প্রদর্শন করতে পারেনা
আপনিই আরোগ্যকারী, আপনিই সত্য; আপনি ছাড়া কেহই আরোগ্য দান করতে পারেনা
আপনিই যথেষ্ট, আপনিই সত্য; আপনি ছাড়া কেহই যথেষ্ট নয়
আপনিই চিরস্থায়ী, আপনিই সত্য; আপনি ছাড়া কেহই চিরস্থায়ী নয়

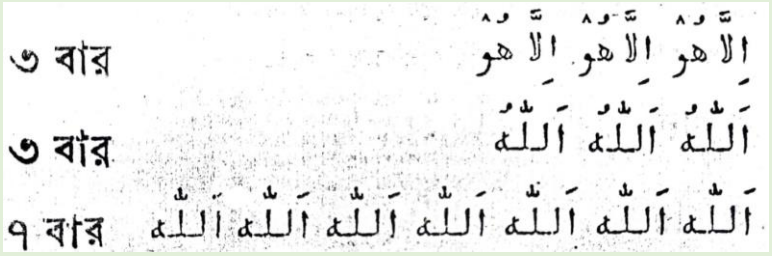

ইল্লাহু, ইল্লাহু, ইল্লাহু
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু
আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ

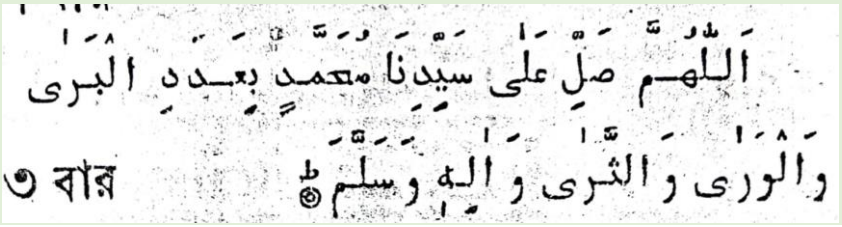

আল্লাহুম্মা সা-ল্লে আ'লা সাইয়েদেনা মুহাম্মাদিন বি আ'দাদিল বারা, ওয়াল ওয়ারা, ওয়াছ ছারা, ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম। (৩ বার)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ(ﷺ)এবং তার পরিবারের উপর (আপনার) সৃজন, নির্মাণ ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যা অনুপাতে (আপনার) আশীর্বাদ নাজিল করুন

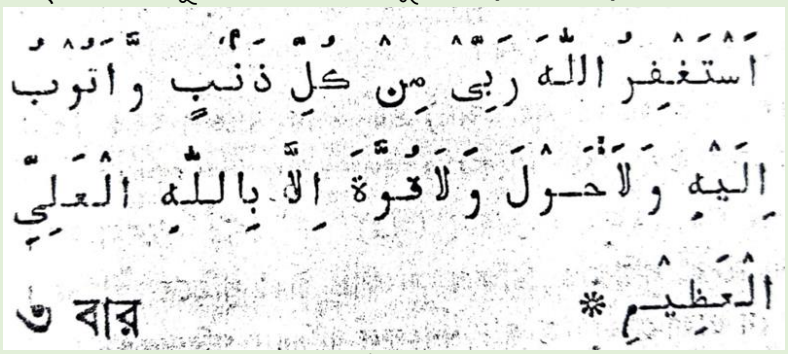

আস্তাগফেরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লে যাম্বেঁও ওয়াতুবু ইলাইহে, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা ক্বু'ওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়ীল আযীম। (৩ বার)

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট আমার সকল পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি আমার রব এবং আমি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ "

সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোয়া)

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতা রাববী, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুযুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই আমাদের প্রতিপালক (পালনকর্তা)। আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আপনিই আমার স্রষ্টা এবং আমি আপনার দাস। আমি আপনার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের ওপর আমার সাধ্যানুযায়ী দৃঢ় (অটল ও অবিচল) আছি। আমি আমার কৃতকর্মের সব অনিষ্ট হতে আপানার

নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপরে আপনার দানকৃত সব নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) স্বীকার করছি। আমি আমার সব গুনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ (পাপ) ক্ষমা করার আর কেউ নেই'।

নবী করিম (সাঃ) (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সকালে সায়্যিদুল ইস্তিগফার পাঠ করবে, সে যদি সন্ধ্যা হওয়ার আগে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সন্ধ্যায় সায়্যিদুল ইস্তিগফার পড়ে, সে যদি সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ আল-বুখারী)

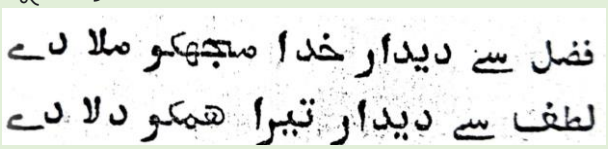

উর্দু **উচ্চারণ:** ফজলে ছে দীদারে খোদা মুঝকো মেলাদে
লুৎফ ছে দীদারে তেরা হামকো দেলাদে

অর্থ : হে খোদা – আপনার দর্শন দিয়ে আমাকে ধন্য করুন
আপনার দর্শনের আনন্দ উপভোগ করা আমাকে নসীব করুন

مناجاة

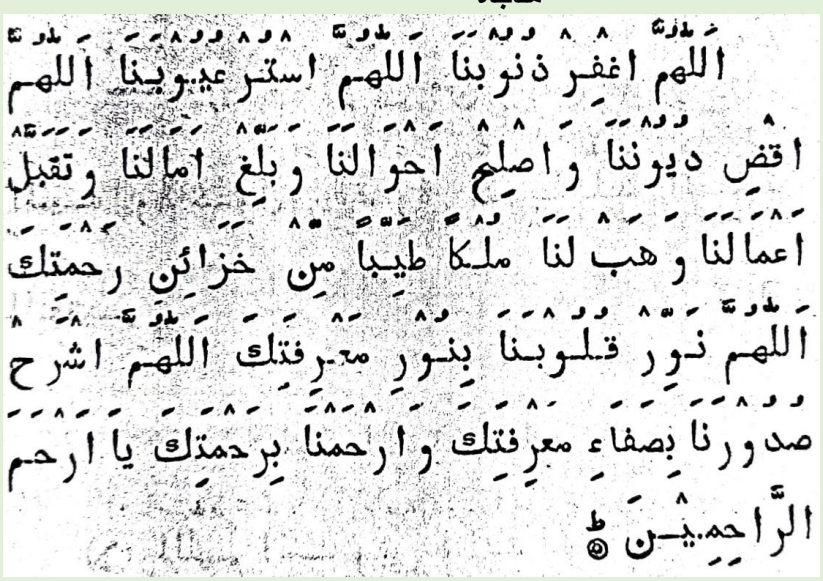
اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم
اقض ديوننا واصلح احوالنا وبلغ امالنا وتقبل
اعمالنا وهب لنا ملكا طيبا من خزائن رحمتك
اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم اشرح
صدورنا بصفاء معرفتك وارحمنا برحمتك يا ارحم
الراحمين ۞

মুনাজাত

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফের যুনুবানা আল্লাহুম্মাছ তুর উয়ুবনা আল্লাহুম্মাক্বদে দুইউনানা ওয়াছলেহ' আহ'ওলানা ওয়া বাল্লেগ আ-মালানা ওয়াতা কা'ব্বাল 'আমালানা ওয়াহাবলানা মূলকান ত্বায়্যেবান মিন খাঝায়েনে রাহমাতেকা আল্লাহুম্মা নাউয়ের ক্বলুবানা বে-নু-রে 'মা-রেফাতেকা আল্লাহুম্মাশ-রাহ ছুদুরনা বে ছাফায়ে 'মা-রেফাতেকা ওয়ারহামনা বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন

অর্থ: হে আল্লাহ আমাদের সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আমাদের দোষ-ত্রুটি (অন্যায়গুলো) ঢেকে রাখুন। আমাদের ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিন। আমাদের সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। আমাদের আমলগুলি গ্রহণ(কবুল) করুন। আপনার অনুগ্রহের ভান্ডার থেকে আমাদের একটি পবিত্র রাজ্য দান করুন। আপনার মারেফতের বিকশিত আলো দ্বারা আমাদের অন্তরগুলি আলোকিত করুন এবং আপনার মারফতে আমাদের অন্তরগুলি প্রশস্ত করে দিন। হে অনুগ্রহকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী, আপনি নিজ অনুগ্রহে দিয়ে আমাদেরকে রহম করুন।